IslamHouse.com

কুফুরের পরিণতি

জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ‎+٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: ‎+٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

IslamHouse.com

عاقبة الكفر

(باللغة البنغالية)

ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْد للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা ‘আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি , তাঁর কাছে সাহায্য চাই , তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও

2

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের

কুফুরের পরিণতি

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে না আল্লাহর দীনকে স্বীকার করে না, তারাই কাফির মুশরিক। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের দুর্ভোগ এবং অনন্ত অসীম শাস্তি। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দীন বা সার্বজনীন ধর্ম। আর তা সত্য দীন এবং এমন দীন যা নিয়ে সমস্ত নবী ও রাসূলগণ আগমন করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

6

স্থাপন করে , তিনি তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যে তাঁর কুফুরী করে , তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٦٤﴾ [يونس : ٦٣، ٦٤]

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী

7

এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহা সফলতা”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬৩-৬৪]

আর যেহেতু আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, অধিপতি ও কর্তৃত্বকারী, আর আপনি মানুষ হলেন তাঁর একটি সৃষ্ট জীব। তাই তিনি আপনাকে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বজগতের অনেক কিছুকে আপনার অনুগত করেন, আপনার জন্য তাঁর বিধান রচনা করেন ও আপনাকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেন। সুতরাং আপনি যদি তাঁর ওপর বিশ্বাস

8

মত হলেন। আর যদি আপনার প্রভুর কুফুরী করেন ও অবাধ্য হন, তাহলে তো আপনি আপনার দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি তাঁর ঘৃণা ও আযাবকে গ্রহণ করলেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ٤٥﴾ [يونس : ٤٥]

“তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে, আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৫]

10

আর আপনি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং যাদের জ্ঞান সব চেয়ে কম ও যাদের অন্তর সব চেয়ে নিম্নতর যেমন, শয়তান, অত্যাচারী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও তাগুত, তাদের মত হলেন। এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র। নিম্নে বিস্তৃতভাবে কুফুরীর কিছু পরিণাম উপস্থাপন করলাম যথা:

(১) ভয়-ভীতি ও অশান্তি:

যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আনে এবং তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করে, তাদেরকে তিনি পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে

11

পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢ ﴾ [الانعام: ٨٢]

“প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী , যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের স্বীয় ঈমানকে যুলুমের সাথে (শির্কের সাথে) সংমিশ্রিত করে নি , আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত ”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৮২]

আর আল্লাহ হলেন নিরাপত্তা দানকারী , তত্ত্বাবধায়ক এবং

12

তার ভবিষ্যতের ব্যাপারেও ভীত। আর এই নিরাপত্তাহীনতা এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস না থাকার কারণেই আজ গোটা বিশ্বে জান ও মালের ওপর বীমা তথা ইনস্যুরেন্সের মার্কেট গড়ে উঠেছে।

(২) সংকীর্ণ জীবন:

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীর সব কিছুকে তার অনুগত করে দেন। আর তিনি প্রত্যেকটি মাখলুককে তার অংশ তথা রিযিক ও বয়স বণ্টন করে দেন। তাইতো আপনি দেখতে পান, পাখি তার রিজিকের

14

খোঁজে সকাল বেলা বাসা হতে বেরিয়ে যায় এবং রুযী আহরণ করে। এ ডালে ওডালে ছুটাছুটি করে এবং মিষ্টি সূরে গান গায়। আর মানুষও এক সৃষ্ট জীব যাদের রিযিক ও বয়স বণ্টন করা হয়েছে। সুতরাং সে যদি তার রবের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর শরী‘আতের ওপর অটল থাকে, তাহলে তিনি তাকে সুখ ও প্রশান্তি দান করবেন এবং তার যাবতীয় কাজকে সহজ করে দিবেন। যদিও তা জীবন গড়ার সামান্য কিছু হোক না কেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

15

﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦﴾ [الاعراف: ٩٥]

“আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমরা অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের ওপর খুলে দিতাম ; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৯৫]

16

নিয়েছে? এবং তাদের পার্থিব জীবনের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করার জন্য আপনি কি বিভিন্ন ধরণের অভিজাত আসবাবপত্র ও চিত্ত বিনোদনের ভ্রমণের ক্ষেত্রে অপচয় লক্ষ্য করেন নি? আর এ ব্যাপারে অপচয়ের দিকে যে জিনিসটি ধাবিত করে তা হলো, ঈমান বা বিশ্বাস শূন্য অন্তর, সঙ্কীর্ণতা অনুভব এবং এ সব সংকীর্ণতাকে পরিবর্তনকারী ও নতুন কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে এই মনোকষ্টকে দূর করার প্রচেষ্টা করা। আর আল্লাহ তা‘আলা তো সত্যই বলেছেন,
18

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤﴾ [طه: ١٢٤]

“আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২৪]

(৩) সংঘাতময় জীবন:

যে কুফুরী করে, সে তার আত্মা এবং সৃষ্টি-জগতের যা তার চতুঃপার্শ্বে তার সাথে সংঘাতের মধ্যে জীবনযাপন করে। কারণ, তার আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাওহীদ

19

তথা একত্ববাদের ওপর। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ ٣٠﴾ [الروم: ٣٠]

“আল্লাহর প্রকৃতি , যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ” [সূরা আর -রূম , আয়াত: ৩০]

আর তার শরীর তার প্রতিপালকের জন্য আত্মসমর্পণ করে এবং তার নিয়মে চলে। কিন্তু কাফের তার সৃষ্টি তথা প্রকৃতির বিরোধিতা করে এবং সে তার স্বেচ্ছামুলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তার প্রভুর

20

[illegible]

﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٞ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡأَرۡضِ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا

أَوۡ كَرۡهٗا قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ ١١﴾ [فصلت: ١١]

“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্র বিশেষ। তারপর তিনি এটাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো (আমার বশ্যতা স্বীকার কর) ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা অনুগত হয়ে আসলাম”। [সূরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত: ১১]

বরং এই বিশ্বজগত ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করে যে আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রে তার সাথে মিলে যায় এবং যে তার

22

বিরোধিতা করে তাকে সে অপছন্দ করে। আর কাফের তো হলো এই সৃষ্টি জগতের মাঝে অবাধ্য , যেহেতু সে নিজেকে প্রকাশ্যভাবে তা প্রভুর বিরোধী হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। এ জন্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য ; তাকে , তার কুফরীকে এবং তার নাস্তিকতাকে ঘৃণা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗا ٨٨
لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدّٗا ٨٩ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ
يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ

23

لجِبَالُ هَدًّا ٩٠ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ
وَلَدٗا ٩١ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ
وَلَدًا ٩٢ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا
٩٣) ۞ [مريم: ٨٨، ٩٣]

“আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে , পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময় আল্লাহর ওপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর

24

জন্য শোভনীয় নয়। আকাশসমুহে এবং পৃথিবীতে যারাই রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে বান্দা হিসেবে”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৮-৯৩]

মহান আল্লাহ ফির‘আউন এবং তার সৈন্যদল সম্পর্কে বলেন,

﴿فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ٢٩﴾ [الدخان: ٢٩]

“আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্যে অশ্রুপাত করে নি এবং তাদেরকে অবকাশও

25

দেওয়া হয় নি।” [সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ২৯]

(৪) মূর্খ হয়ে বেঁচে থাকা:

যেহেতু কুফুর বা অবিশ্বাস হলো মূর্খতা, বরং তা বড় মূর্খতা। কারণ, কাফের তার প্রভু সম্পর্কে অজ্ঞ। সে এই বিশ্বজগৎকে দেখে; এটাকে তার প্রভু চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সে নিজেকে দেখে যা এক মহান কাজ ও গৌরবময় গঠন। তারপরও সে এ বিষয়ে অজ্ঞ যে, এই বিশ্বজগতকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কে তাকে গঠন

26

করেছেন, এটা কি সব চেয়ে বড় মূর্খতা নয়?

(৫) যালিম হিসেবে বেঁচে থাকা:

একজন কাফের তার নিজের প্রতি এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে তাদের প্রতি যুলুমকারী হিসাবে জীবন যাপন করে। কারণ, সে নিজেকে এমন কাজে নিয়োজিত করে, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। সে তার প্রভুর ইবাদত না করে বরং অন্যের ইবাদত করে। আর যুলুম হচ্ছে কোনো বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে অন্য জায়গায়

27

রাখা। আর ইবাদতকে তার প্রকৃত হকদার ব্যতীত অন্যের দিকে ফিরানোর চেয়ে বেশি বড় যুলুম আর কী হতে পারে। লোকমান হাকিম পরিষ্কারভাবে শির্কের নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣﴾ [لقمان: ١٣]

“হে বৎস ! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে বড় যুলুম।” [সূরা লোকমান , আয়াত: ১৩]

28

সে তার চারপাশের মানুষ ও সৃষ্টিকুলের প্রতি যুলুম করে। কারণ, সে প্রকৃত হকদারের হককে অবহিত করে না। ফলে কিয়ামত দিবসে মানুষ অথবা জীব-জন্তু যাদের প্রতিই সে যুলুম করেছে, তারা সবাই তার সামনে এসে দাঁড়াবে এবং তার প্রতিপালকের কাছে তার নিকট থেকে তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার আবেদন করবে।

(৬) দুনিয়াতে আল্লাহর ঘৃণা ও গজবের সম্মুখীন হয়:

সুতরাং দ্রুত শাস্তিস্বরূপ সে বালা-

29

মুসিবত ও দুর্যোগ অবতীর্ণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخۡسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ ٤٥ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُم بِمُعۡجِزِينَ ٤٦ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ عَلَىٰ تَخَوُّفٖ فَإِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٌ ٤٧﴾ [النحل: ٤٥، ٤٧]

“যারা কু-কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা এমন দিক

30

থেকে শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারণাতীত ? অথবা চলাফেরা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না ? তার তো এটা ব্যর্থ করতে পারবে না। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করবেন না ? তোমাদের রব তো অবশ্যই অনুগ্রহশীল , পরম দয়ালু। ” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৫-৪৭]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوۡ تَحُلُّ قَرِيبٗا مِّن دَارِهِمۡ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ وَعۡدُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ٣١﴾ [الرعد: ٣١]

31

“যারা কুফুরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্যে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আশে পাশে আপতিত হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আসবে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।” [সূরা আর-রা ‘দ, আয়াত: ৩১]

মহান আল্লাহ তা ‘আলা আরও বলেন,

﴿ أَوَ أَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ ٩٨ ﴾ [الاعراف: ٩٧]

32

“অথবা জনপদবাসীরা কি এই ভয় করে না যে , আমার শাস্তি তাদের ওপর এমন সময় এসে পড়বে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ-প্রমোদে রত থাকবে ?” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৯৮]

এমন যারাই আল্লাহর যিকির বা স্মরণকে বিমুখ করে তাদের প্রত্যেকের এ অবস্থা। আল্লাহ তা‘আলা বিগত কাফের জাতির শাস্তির সংবাদ জানিয়ে বলেন ,

﴿فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ
أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبٗا وَمِنۡهُم مَّنۡ
أَخَذَتۡهُ ٱلصَّيۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّنۡ خَسَفۡنَا
بِهِ ٱلۡأَرۡضَ وَمِنۡهُم مَّنۡ أَغۡرَقۡنَا ۚ وَمَا

33

كَـــانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَـــانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُـــونَ ٤٠ ﴾ [العنكبـوت: ٤٠]

“তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দিয়েছিলাম , তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি শিলাবৃষ্টি , তাদের কাউকে আঘাত করেছিল বিকট শব্দ , কাউকে আমরা দাবিয়ে দিয়েছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আর তাদের কারো প্রতি যুলুম করেন নি , বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম

34

করেছিল।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪০]

আর আপনি যেমন আপনার চারপাশে যাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি ও তাঁর আযাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মুসিবত লক্ষ্য করছেন।

(৭) ব্যর্থতা ও অনিবার্য ধ্বংস:

সে তার যুলুমের কারণে তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হয়, যার মাধ্যমে হৃদয় ও আত্মা উপকৃত হতো তাই সে হারায়। কারণ, আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং তাঁকে ডাকার মাধ্যমে তাঁর 35

পুনরুত্থিত করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ ٩﴾ [الاعراف: ٩]

“আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে ঐ সব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করত”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৯]

সে তার পরিবারের ক্ষতি করে, কারণ সে আল্লাহর সাথে কুফুরী করা অবস্থায় তাদের সাথে বসবাস করে। সুতরাং

37

তারাও দুঃখ ও কষ্টের ক্ষেত্রে তার সমান এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ١٥﴾ [الزمر: ١٥]

“নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে।” [সূরা আয -যুমার আয়াত : ১৫]

38

কিয়ামত দিবসে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে, আর তা কতইনা নিকৃষ্ট জায়গা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ ٢٣﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣]

“(ফিরিশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদত করত - আল্লাহর পরিবর্তে এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও

39

জাহান্নামের পথে।” [সূরা আস-সাত আয়াত: ২২-২৩]

(৮) প্রতিপালক ও প্রভুর প্রতি অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতা:

সে তার প্রতিপালকের প্রতি অবিশ্বাসী এবং তাঁর নি‘আমতের
অস্বীকারকারীরূপে জীবন যাপন করে। আল্লাহ তা‘আলা তাকে অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেন এবং তার প্রতি সকল প্রকার নি‘আমত পূর্ণ করেন। অতএব, সে কীভাবে অন্যের ইবাদত করে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে

40

গ্রহণ করে এবং তিনি ব্যতীত অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ...... কোন অস্বীকৃতি এর চেয়ে বেশি বড়? কোন অস্বীকৃতি এর চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট ? আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمۡ أَمۡوَٰتٗا فَأَحۡيَٰكُمۡۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٨ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٩﴾ [البقرة: ٢٨، ٢٩]

41

“কীভাবে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফুরী করছ অথচ তোমরা ছিলে মৃত? অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন অতঃপর জীবিত করবেন। এরপর তারই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর আসমান সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং তাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করলেন। আর সবকিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২৮-২৯] এর 42

চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক কে হতে পারে, যে তার প্রভু ও স্রষ্টাকে অস্বীকার করে? যে তার রিযিকদাতাকে অস্বীকার করে এবং জীবন ও মরণের মালিক যে তাকে অস্বীকার করে?।

(৯) সে প্রকৃত জীবন থেকে বঞ্চিত হয়:

কারণ, পার্থিব জীবনের যোগ্য মানুষ তো সেই, যে তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার উদ্দেশ্যকে জানতে পারে, তার গন্তব্য তার জন্য স্পষ্ট এবং সে তার

43

পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে। অতএব, সে প্রত্যেক হকদারের হক সম্পর্কে অবহিত, কোনো হককেই সে অবজ্ঞা করে না এবং কোনো সৃষ্টিজীবকে কষ্ট দেয় না। ফলে সে সুখীদের মতো জীবন-যাপন করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর জীবন লাভ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ
وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ
وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

“মুমিন হয়ে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ

44

কর্ম করবে, আমরা তাকে অবশ্যই আনন্দময় জীবন দান করব”। [সূরা আন -নাহল, আয়াত: ৯৭] আর আখেরাতে রয়েছে,

﴿وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٢ ﴾ [الصف: ١٢]

“স্থায়ী জান্নাতের (আদন নামক জান্নাতের) উত্তম বাসগৃহ। এটাই মহা সাফল্য”। [সূরা আস-সফ, আয়াত: ১২] পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই পার্থিব জীবনে চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো জীবন -যাপন করে; অতএব সে তার প্রতিপালককে চেনে না এবং সে জানে না যে তার

45

উদ্দেশ্য কী এবং এও জানে না যে, তার গন্তব্যস্থল কোথায়? বরং তার উদ্দেশ্য হলো খাবে, পান করবে এবং ঘুমাবে। তাহলে তার মাঝে এবং সমস্ত জীব-জানোয়ারের মাঝে কি পার্থক্য? বরং সে তাদের চেয়ে বেশি বড় বিপথগামী। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ
أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْغَٰفِلُونَ ١٧٩ ﴾ [الاعراف: ١٧٨]

46

“আর অবশ্যই আমরা বহু জিন্ন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলদ্ধি করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ রয়েছে; কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না, তারাই হলো পশুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত, তারাই হলো গাফেল বা অমনোযোগী।” [সূরা আল-আ‘রাফ আয়াত: ১৭৯]

তিনি আরও বলেন,

47

﴿أَمۡ تَحۡسَبُ أَنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَسۡمَعُونَ أَوۡ يَعۡقِلُونَۚ إِنۡ هُمۡ إِلَّا كَٱلۡأَنۡعَٰمِۖ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤﴾ [الفرقان: ٤٤]

“আপনি কি মনে করেন যে , তাদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুর মতো বরং তারা আরও বেশি পথভ্রষ্ট। ” [সূরা আল -ফুরক্বান , আয়াত: ৪৪]

(১০) সে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে:

কারণ, কাফের এক শাস্তি থেকে আরেক শাস্তিতে স্থানান্তর হয়। তাই সে

48

দুনিয়া থেকে বের হওয়া থেকে আরম্ভ করে আখেরাত পর্যন্ত এর বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা ও বিপদ ভোগ করতে থাকে। এর প্রথম পর্যায়ে সে যে শাস্তির উপযুক্ত তা প্রদান করতে তার নিকট মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর ফিরিশতা আগমন করার আগেই শাস্তির ফিরিশতা আগমন করে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبَٰرَهُمۡ﴾ [الانفال: ٥٠]

“(হে রাসূল) আর আপনি যদি (ঐ অবস্থা) দেখতে পেতেন , যখন

49

ফিরিশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করার সময় তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেন।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫০]

তারপর যখন তার রূহ বের হয় এবং তার কবরে অবতরণ করে তখন সে এর চেয়ে বেশি কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়। আল্লাহ তা ‘আলা ফির ‘আউনের বংশধরের সংবাদ দিয়ে বলেন ,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦﴾ [غافر: ٤٦]

50

“সকাল-সন্ধায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে, আর যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফেরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৪৬]

তারপর যখন কিয়ামত হবে, সকল সৃষ্টিকুলকে পুনরুত্থিত করা হবে, মানুষের আমলসমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে, তখন কাফেররা দেখবে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের যাবতীয় আমলকে সেই কিতাবের মধ্যে লেখে রেখেছেন, যার

51

সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ
مُشۡفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيۡلَتَنَا
مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا
كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ
حَاضِرٗاۗ وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩ ﴾
[الكهف: ٤٩]

“আর সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদের দেখবেন আতংকগ্রস্ত , আর তারা বলবে ! হায় , আমাদের আফসোস! এটা কেমন গ্রন্থ ! এটা তো ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয় নি বরং

52

সমস্ত কিছু হিসাব (লিপিবদ্ধ করে) রেখেছে; তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখেই উপস্থিত পাবে; আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৯]

সেখানে কাফের কামনা করবে যে, যদি সে যদি মাটি হয়ে যেত:

কিয়ামতের দিন যখন কাফেররা দেখতে পাবে তাদের পরিণতি তখন তারা কামনা করবে যদি তারা মাটি হয়ে যেত।

53

﴿ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ٤٠ ﴾
[النبا: ٤٠]

“সেদিন মানুষ তার নিজ হাতের অর্জিত কৃতকর্মকে দেখবে আর কাফের বলতে থাকবে: হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!” [সূরা আন-নাবা, আয়াত: ৪০]

কিয়ামত দিবসের সেই অবস্থার তীব্র আতঙ্কের কারণে, মানুষ যদি পৃথিবীর সব কিছুর মালিক হতো, তাহলে অবশ্যই তারা সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচার জন্য তা

54

মুক্তিপণ দিতো। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿وَلَوۡ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ٤٧﴾ [الزمر: ٤٦]

“যারা যুলুম করেছে তাদের কাছে যদি সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো সম্পদ থাকে , তবুও কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মুক্তিপণস্বরূপ সকল কিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত

55

হবে। ” [সূরা আয -যুমার আয়াত : ৪৭]

মহান আল্লাহ আরও বলেন ,

﴿يُبَصَّرُونَهُمۡۚ يَوَدُّ ٱلۡمُجۡرِمُ لَوۡ يَفۡتَدِي مِنۡ عَذَابِ يَوۡمِئِذِۭ بِبَنِيهِ ١١ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ١٢ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـٔۡوِيهِ ١٣ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا ثُمَّ يُنجِيهِ ١٤﴾ [المعارج: ١١، ١٤]

“তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাবে আপন সন্তানকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার আত্মীয় -স্বজনকে , যারা তাকে আশ্রয় দিতো এবং পৃথিবীর

56

সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১১–১৪]

কারণ, সেই জায়গা (নিবাস) তো হলো প্রতিদানের জায়গা, তা কোনো আশা-আকাংক্ষার জায়গা নয়। সুতরাং মানুষ তার কর্মের প্রতিফল অবশ্যই পাবে; দুনিয়ায় যদি তার কর্ম ভালো হয়, তবে তার প্রতিদানও ভালো হবে। আর দুনিয়ায় যদি তার কর্ম মন্দ হয়, তবে তার প্রতিদানও হবে মন্দ। আর আখেরাতের আবাসস্থলে কাফের যে মন্দ জিনিস পাবে তা হলো

57

জাহান্নামের শাস্তি। আল্লাহ তা ‘আলা তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করবেন, যাতে করে তারা তাদের মন্দ কর্মের কঠিন শাস্তি ভোগ করে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন,

﴿هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٤٣ يَطُوفُونَ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَ حَمِيمٍ ءَانٖ ٤٤﴾ [الرحمن: ٤٣، ٤٤]

“এটা সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে

58

ছুটাছুটি করবে। ” [সূরা আর - রহমান , আয়াত: ৪৩-৪৪]

আর তিনি তাদের পানীয় এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেন ,

﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ١٩ يُصۡهَرُ بِهِۦ مَا فِي بُطُونِهِمۡ وَٱلۡجُلُودُ ٢٠ وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنۡ حَدِيدٖ ٢١﴾ [الحج: ١٩، ٢١]

“সুতরাং যারা কুফুরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক , তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা ,

59

তাদের পেটে যা রয়েছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়িসমূহ।” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ১৯-২১]

60